

গ্রুপ -A

MSS 1st Semester

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩-২০২৪

কোর্সের শিরোনাম: Body Politics: Gender and Representation

কোর্স কোড: ANP-5102

শিরোনাম/বিষয়: দেহের ভাষা, সমাজের নিয়ম: নারীর প্রজননকে ঘিরে রচিত ক্ষমতার কাহিনী"

তত্ত্বাবধানে

ড. ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা

সহযোগী অধ্যাপক

নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

উপস্থাপনায়

গ্রুপ -A

দলের সদস্য	মন্তব্য	
	কাজ করেছে	কাজ করেনি
দলনেতা-জবা আক্তার বি-১৯০৪০৫০৭৮	✓	
জেসিয়া আহমেদ বি-১৯০৪০৫০০২	✓	
মারিয়া আফরিন বি-১৯০৪০৫০০৩	✓	
মোঃ তানভীর ফয়সাল অনিক বি-১৯০৪০৫০০৬	✓	
মোঃ আব্দুল কাইয়ুম পাটোয়ারী বি-১৯০৪০৫০০৭	✓	
সুরাইয়া পাটোয়ারী বি-১৯০৪০৫০১০	✓	
মোঃ শাকিব হোসেন বি-১৯০৪০৫০১১	✓	
আনিকা নাজমীম বি-১৯০৪০৫০১২	✓	
মাহফুজ আহমেদ বি-১৯০৪০৫০১৪	✓	

জমাদানের তারিখ - ১৩.০৪.২০২৫

ভূমিকা

এমিলি মার্টিন ছিলেন একজন মার্কিন নৃতাত্ত্বিক এবং অধ্যাপক যিনি চিকিৎসা নৃতত্ত্ব, লিঙ্গ অধ্যয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মার্টিন তার গবেষণায় মূলত পশ্চিমা সমাজে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাংস্কৃতিক দিকগুলো নিয়ে কাজ করেছেন।

তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ "The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction" (১৯৮৭) বইটিতে তিনি পশ্চিমা চিকিৎসা বিজ্ঞান কীভাবে নারীর প্রজনন প্রক্রিয়াকে প্যাথলজাইজ বা রোগ হিসেবে উপস্থাপন করে তার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাংস্কৃতিক দিকগুলো নিয়ে কাজ করেছেন।

এমিলি মার্টিনের The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের "Menstruation, Work, and Class" এবং "Menopause, Power, and Heat" নারীর প্রজনন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলোকে শ্রেণী, ক্ষমতা এবং সংস্কৃতির আলোকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। নিচে এই দুটি অংশকে আরও বিস্তারিত এবং সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করা হলো:

"Menstruation, Work, and Class" (মাসিক, কাজ ও শ্রেণী)

এই বিভাগে মার্টিন মাসিককে কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া হিসাবে নয়, বরং একটি *সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা* হিসাবে দেখেন যা শ্রম, শ্রেণী এবং লিঙ্গগত ক্ষমতার সাথে জড়িত। তাঁর মূল বক্তব্যগুলো নিম্নরূপ:

মাসিক এবং শ্রমের সম্পর্ক: পুঁজিবাদী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

- মার্টিন যুক্তি দেন যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমশক্তি এবং উৎপাদনশীলতাকে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে, নারীর মাসিক চক্রকে প্রায়ই একটি অবদানকারী সমস্যা হিসাবে দেখা হয়, কারণ এটি নিয়মিত কাজের গতিকে ব্যাহত করতে পারে।

- উদাহরণস্বরূপ, কারখানার নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময় শারীরিক অস্বস্তি বা ব্যথাকে দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যা তাদের কাজের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অন্যদিকে, অফিস বা পেশাদার কাজের পরিবেশে মাসিককে গোপনীয় এবং অপেশাদার বিষয় হিসাবে দেখা হয়, যা নারীদেরকে তাদের প্রাকৃতিক শারীরিক প্রক্রিয়াগুলোকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য করে।

শ্রেণীগত পার্থক্য: মধ্যবিত্ত বনাম শ্রমিক শ্রেণীর অভিজ্ঞতা

- মার্টিন দেখান যে মাসিক সম্পর্কে নারীদের অভিজ্ঞতা তাদের *সামাজিক শ্রেণী* দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়:

-শ্রমিক শ্রেণীর নারীরা: যারা শারীরিক শ্রম করেন (যেমন কারখানার কাজ, কৃষিকাজ), তাদের জন্য মাসিকের সময় কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়। অনেক সময় স্বাস্থ্যবিধি পণ্যের অপ্রতুলতা বা কাজের পরিবেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কারণে তারা সংক্রমণ বা অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন।

-মধ্যবিত্ত নারীরা: যারা অফিস বা পেশাদার কাজে নিয়োজিত, তাদের জন্য মাসিক একটি ব্যক্তিগত এবং লজ্জার বিষয়। এই শ্রেণীর নারীরা মাসিকের সময়েও "পেশাদারিত্ব" বজায় রাখার চাপ অনুভব করেন, যা মানসিক চাপ বাড়ায়।

মাসিকের চিকিৎসাকরণ (Medicalization) এবং নিয়ন্ত্রণ

- মার্টিন উল্লেখ করেন যে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মাসিককে একটি রোগলক্ষণ হিসাবে উপস্থাপন করে, বিশেষ করে PMS (Premenstrual Syndrome) বা PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder) এর মতো ধারণাগুলোর মাধ্যমে।

- এই চিকিৎসাকরণ নারীদের শরীরকে পুরুষ-কেন্দ্রিক কাজের জগতের জন্য "সহনশীল" করে তোলার একটি প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, মাসিকের ব্যথা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যথানাশক বা হরমোনাল ওষুধ দেওয়া হয়, যাতে নারীরা তাদের কাজের রুটিন বজায় রাখতে পারেন।

- মার্টিনের মতে, এটি নারীদেহের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকে অস্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য হিসাবে চিত্রিত করে, যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে।

"Menopause, Power, and Heat" (মেনোপজ, ক্ষমতা ও উত্তাপ)

এই বিভাগে মার্টিন মেনোপজকে একটি সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে বিশ্লেষণ করেন, যা নারীর বয়স, সামাজিক মর্যাদা এবং শারীরিক স্বায়ত্তশাসনকে পুনর্বিদ্যাস করে। তাঁর মূল যুক্তিগুলো নিম্নরূপ:

মেনোপজ এবং সামাজিক মূল্যহ্রাস: যৌবন ও উর্বরতার কাল্ট

- পশ্চিমা সমাজে মেনোপজকে প্রায়ই নারীর যৌবন ও উর্বরতার সমাপ্তি হিসাবে দেখা হয়, যা তাদের সামাজিক এবং যৌন মূল্যকে হ্রাস করে।

- মার্টিন যুক্তি দেন যে এই ধারণাটি পুরুষ-কেন্দ্রিক প্রজনন আদর্শ থেকে উদ্ভূত, যেখানে নারীর মূল্য তার উর্বরতা এবং যৌন আকর্ষণের সাথে যুক্ত। মেনোপজের পরে নারীকে প্রায়ই "অদৃশ্য" বা "অপ্রাসঙ্গিক" হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভূমিকা: হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT)

- মেনোপজকে চিকিৎসাবিজ্ঞান *একটি হরমোনাল "ঘাটতি" হিসাবে বর্ণনা করে, যার জন্য HRT (Hormone Replacement Therapy) এর মতো চিকিৎসা দেওয়া হয়।
- মার্টিন দেখান যে এই চিকিৎসাগুলো নারীদেরকে যৌবন এবং উৎপাদনশীলতার আদর্শ এর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, HRT নারীদেরকে মেনোপজের লক্ষণগুলি (যেমন হট ফ্ল্যাশ, হাড়ের ক্ষয়) থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু এটি একটি গভীর বার্তা দেয় যে নারীর শরীরকে "সংশোধন" করা প্রয়োজন।

সাংস্কৃতিক প্রতীক: উত্তাপ (Heat) এবং ক্ষমতা

- কিছু সংস্কৃতিতে (যেমন জাপান বা কিছু আদিবাসী সমাজে) মেনোপজকে জ্ঞান এবং ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে মেনোপজ-পরবর্তী নারীদেরকে "উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী" হিসাবে সম্মান করা হয়।
- কিন্তু পশ্চিমা সমাজে মেনোপজের লক্ষণগুলি (যেমন হট ফ্ল্যাশ) দুর্বলতা এবং অস্থিরতা হিসাবে চিত্রিত হয়, যা নারীর শারীরিক এবং মানসিক স্থিতিশীলতা নিয়ে সংশয় তৈরি করে।

নারীর ক্ষমতা এবং প্রতিরোধ

- মার্টিন উল্লেখ করেন যে কিছু নারী মেনোপজকে স্বাধীনতার সময় হিসাবে দেখেন, যখন তারা প্রজননের সামাজিক চাপ থেকে মুক্ত হন। এটি নারীদের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করতে পারে, যেখানে তারা তাদের দেহ এবং জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
- তবে, সমাজ প্রায়ই এই মুক্তিকে হুমকি হিসাবে দেখে, কারণ এটি নারীদেহকে পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত প্রজনন ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে যায়।

সামগ্রিক বিশ্লেষণ:

মার্টিনের এই দুটি অংশে নারীর প্রজনন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলোকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোয় বাঁধা দেখানো হয়েছে:

- ১.মাসিক নারীর শ্রম, শ্রেণী এবং কর্মক্ষেত্রের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।
- ২.মেনোপজ নারীর বয়স, সামাজিক ক্ষমতা এবং দেহের উপর নিয়ন্ত্রণকে পুনর্বিদ্যাস করে।
৩. উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, যা মার্টিনের বইয়ের মূল যুক্তিকে সমর্থন করে: নারীর দেহ কেবল জৈবিক নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক যুদ্ধক্ষেত্র।

"চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধীনে নারীর শরীর " এর সাথে প্রাসঙ্গিকতা

এমিলি মার্টিনের *The Woman in the the Body: A Cultural Analysis of Reproduction-* এ নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকে শ্রেণী, ক্ষমতা ও সংস্কৃতির আলোকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতির সাথে মির্জা তাসলিমা সুলতানা ও সাদাফ নুরে ইসলামের "চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধীনে নারীর শরীর" প্রবন্ধটির গভীর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। উভয় কাজেই নারীর দেহের চিকিৎসাকরণ (medicalization), পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, এবং সামাজিক অসমতাকে কেন্দ্র করে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। নিচে তুলনামূলক আলোচনা দেওয়া হলো:

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাধ্যমে নারীদেহের নিয়ন্ত্রণ

- মার্টিন দেখান যে মাসিক এবং মেনোপজ-কে চিকিৎসাবিজ্ঞান "প্রাকৃতিক" প্রক্রিয়া না ভেবে হরমোনাল ডিসঅর্ডার বা রোগ হিসেবে ফ্রেম করে (যেমন PMS বা HRT-এর প্রচার)।
- এর পিছনে কাজ করে পুঁজিবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক স্বার্থ: নারীদেহকে শ্রমবাজার ও প্রজননের জন্য "কর্মক্ষম" রাখা।
- তাসলিমা ও সাদাফ- তাদের প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গর্ভধারণ, প্রসব, এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর চিকিৎসাকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- উদাহরণ:সিজারিয়ান সেকশন-এর অপ্রয়োজনীয় বৃদ্ধি, যা ডাক্তার ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির আর্থিক স্বার্থে পরিচালিত হয়। নারীর প্রাকৃতিক প্রসবক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করা হয়।
- হরমোনাল গর্ভনিরোধক-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করে নারীদেহকে "রোগাক্রান্ত" হিসেবে উপস্থাপন।
- উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসাবিজ্ঞান নারীদেহকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে, যার "সমাধান" ওষুধ বা সার্জারির মাধ্যমে করতে হয়। এটি নারীর শরীরের উপর প্রযুক্তিগত ও পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে।

শ্রেণী ও লিঙ্গগত অসমতা

- মার্টিন শ্রমিক শ্রেণীর নারীদের মাসিক-সংক্রান্ত সমস্যাকে কর্মক্ষেত্রে উপেক্ষা করার কথা বলেন, যেখানে মধ্যবিত্ত নারীদের জন্য এটি একটি "লজ্জার" বিষয়।
- তাসলিমা ও সাদাফ- বাংলাদেশে গ্রামীণ নারীদের প্রসবকালে অপ্রতুল চিকিৎসাসেবা বা শহুরে মধ্যবিত্ত নারীদের সিজারিয়ানের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁককে শ্রেণীগত বৈষম্যের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন।
- দরিদ্র নারীদের জরায়ু অপসারণের মতো অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের শিকার হওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করেন।
- উভয় গবেষণায় শ্রেণী ও লিঙ্গের ছেদবিন্দুতে নারীদেহের ভিন্ন অভিজ্ঞতা ফুটে ওঠে। দরিদ্র নারীরা স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ভোগেন, আর মধ্যবিত্ত নারীরা চিকিৎসার অতিনির্ভরশীলতায়।

নারীর শরীরে রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ

এমিলি মার্টিন- পশ্চিমা সমাজে মেনোপজের চিকিৎসাকরণ রাষ্ট্র ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের সমর্থনে হয়, যা নারীর বার্ষিক্যকে "রোগ" করে তোলে।

তাসলিমা ও সাদাফ- বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি-এর নামে নারীদের জোরপূর্বক গর্ভনিরোধক ব্যবহারে বাধ্য করা (যেমন ইনজেকশন বা আইইউডি প্রবেশ করানো)।

- রাষ্ট্রীয় নীতিতে নারীর প্রজনন ক্ষমতাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে দেখা।

উভয় ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা (রাষ্ট্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা, পুঁজি) নারীদেহকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজ করে। নারীর স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করে।

প্রতিরোধ ও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি

এমিলি মার্টিন- নারীরা মেনোপজকে স্বাধীনতার সময় হিসেবে দেখতে পারেন, যখন তারা প্রজননের চাপ থেকে মুক্ত হন।

তাসলিমা ও সাদাফ- বাংলাদেশে নারীবাদী স্বাস্থ্য আন্দোলন-এর উদাহরণ দেন, যেমন প্রাকৃতিক প্রসবকে উৎসাহিত করা বা গর্ভনিরোধকের বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে সচেতনতা তৈরি।

উভয় লেখাই নারীদেহের প্রতিরোধমূলক জ্ঞান ও স্বাস্থ্যচরণের উপর জোর দেন, যা প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করে।

উপসংহার

এমিলি মার্টিনের বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাসিক ও মেনোপজ কেবল জৈবিক প্রক্রিয়া নয়—এগুলো সামাজিক ক্ষমতা, শ্রেণী ও লিঙ্গবৈষম্যের প্রতিফলন। পুঁজিবাদী সমাজ নারীদেহকে কর্মক্ষেত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে: মাসিককে "দুর্বলতা" আর মেনোপজকে "অপূর্ণতা" হিসেবে চিহ্নিত করে নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করে। মার্টিনের আলোচনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে নারীর প্রজনন স্বাভাবিক হলেও সমাজ তাকে অস্বাভাবিক প্রমাণের চেষ্টা চালায়।

প্রশ্ন

১. নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য (মাসিক ও মেনোপজ) কীভাবে সামাজিক শ্রেণী, কর্মক্ষেত্র ও লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত?
২. চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কীভাবে নারীদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে?
৩. মাসিক ও মেনোপজ সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক ধারণাগুলো নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
৪. নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকে রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করা কেন প্রয়োজন?